জি কে চেস্টারটনের

ফাদার ব্রাউনের অনুসরণে

ফাদার ঘনশ্যাম সমগ্র

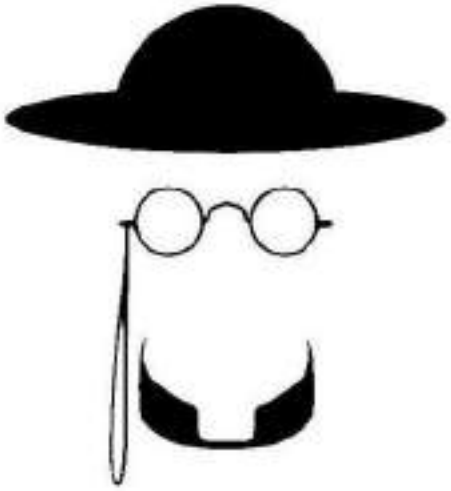

অদ্রীশ বর্ধন

সম্পাদনা : সন্তু বাগ

ফ্যানট্যাস্টিক ও মন্তাজ

যৌথ প্রয়াস

লেখকের কথা

'সাপ্তাহিক অমৃত'-তে ধারাবাহিকভাবে ফাদার ঘনশ্যামের কাহিনি প্রকাশিত হওয়ার সময়ে পাঠকসাধারণ জেনেছিলেন গল্পগুলি বিদেশি ছায়াশ্রিত। কিন্তু তাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হয়নি। তাই জানাচ্ছি, রহস্য-সন্ধানী ফাদার ঘনশ্যামের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ রচিত হয়েছে জি কে চেস্টারটনের ধ্রুপদি ডিটেকটিভ গল্পসম্ভারের নায়ক ফাদার ব্রাউন-এরই ছায়া অবলম্বনে। বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা গল্পের অভাব বলেই ফাদার ব্রাউনকে এনেছিলাম ফাদার ঘনশ্যামের গাউন পরিয়ে। সুখের বিষয়, ঘনশ্যাম পাদরি তার নির্বোধ চেহারা নিয়েও রুচিবান পাঠকমহলে আপন স্থান করে নিয়েছে, ঘনশ্যাম-কাহিনি সমাদৃত হয়েছে এবং আর-একবার প্রমাণিত হয়েছে, যা উৎকৃষ্ট তা কখনও বাংলা সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় থাকে না।

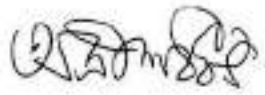

হিন্দের বন্দি

বাংলা সাহিত্যে বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব কোনো নতুন কথা কখনোই ছিল না। বিশেষ করে রহস্য বা গোয়েন্দা সাহিত্যে তো বটেই। সত্যি বলতে কী, এই যে প্রাইভেট ডিটেকটিভের ব্যাপারটা পাঁচকড়ি দে শুরু করলেন দেবেন্দ্রবিজয় বা তার গুরু অরিন্দমকে নিয়ে, তারও পিছনে শার্লক হোম্‌সের ছায়া দেখা যায় একটু খেয়াল করলে। আবার পুলিশের গোয়েন্দার কথা যদি ধরি, দারোগার দপ্তরের প্রিয়নাথ মুখুজ্জে কিংবা বাঁকাউল্লার দপ্তরের বরকতউল্লা, তাদের পিছনেও আছেন ফরাসি পুলিশের গোয়েন্দা মঁসিয়ে ফ্রঁসোয়া ইউজিন ভিদক। এখানে অবশ্য আইডিয়া বা ধাঁচখানাই শুধু গ্রহণ করেছেন দেশীয় লেখকরা। গল্পগুলি, মানে গল্পের রহস্য এবং তার সমাধান—এসব তাঁদের নিজেদেরই কল্পনাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

তারপর ক্রমশ বিদেশি গল্পকে এ দেশের প্রেক্ষাপটে বসিয়ে কতকটা ওইরকম চরিত্র এবং পটভূমি কল্পনা করে কিংবা বাস্তবে কিছু খুঁজে পেয়ে সেখানে বিদেশি কাহিনিকে স্থাপন করে বাংলায় গল্প বা উপন্যাস লেখা শুরু হল। যেমন ইউজিন স্যু-র 'দ্য ওয়ান্ডারিং জু' অবলম্বনে বা অনুসরণে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'অভিশপ্ত ইহুদি', বা মারি কোরেলির 'সরোজ অব স্যাটার্ন' অনুসরণ করে 'সন্তপ্ত শয়তান'। অবশ্য এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে ওই সময় বাংলা ভাষায় মৌলিক রহস্য কাহিনি বা গোয়েন্দা কাহিনি লেখাই হত না। এই ভুবনচন্দ্রই যেমন বিস্তর মৌলিক গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'হরিদাসের গুপ্তকথা'।

পাঁচকড়ি দে নিজে বিস্তর মৌলিক গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন। সেই সঙ্গে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত উপন্যাস, শার্লক হোম্‌সের কাহিনি 'সাইন অব ফোর'-কে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন 'হরতনের নওলা' নাম দিয়ে। হোমসের গল্পের গোয়েন্দা শার্লক নিজে তো বটেই, ড. ওয়াটসন, মেরি মার্সটন, বার্থোলোমিউ শোল্টো প্রভৃতি প্রতিটি চরিত্রের কাউন্টার পার্ট হিসেবে একটি করে বাঙালি বা নিদেন এ দেশীয় চরিত্র তো সে গল্পে আছেই, সেই সঙ্গে কাহিনির অকুস্থলও লন্ডন শহরের বদলে স্থাপন করা হয়েছে এই বঙ্গদেশে। বিদেশি কাহিনিকে এভাবে বাংলায় স্থাপন করাকে অনেকে হয়তো বঙ্গীকরণ বা অধুনাপ্রচলিত বেংলিশ ভাষায় 'বাংলিফাই' বলবেন। কিন্তু এই বিষয়টির একটি অদ্ভুত সুন্দর এবং কাব্বিক পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল

এবং তা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক খ্যাতনামা এবং চূড়ান্ত সফল বঙ্গীকরণকে মাথায় রেখে। সেই প্রসঙ্গে আসা যাবে খানিক পরে।

তার আগে বরং বলে রাখা যাক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক গিলবার্ট চেস্টারটন, যিনি সমধিক পরিচিত জি কে চেস্টারটন নামে, তাঁর লেখা গল্পের গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউনের অনেকগুলি কাহিনির বঙ্গীকরণ ঘটিয়েছিলেন বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে বিদেশি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-সাহিত্যকে নিয়ে আসার অন্যতম ভগীরথ অদ্রীশ বর্ধন। বাংলায় লেখা গল্পগুলিতে ফাদার ব্রাউন, যাঁর নামের আদ্যাক্ষর 'জে' যে কীসের জন্য, সেটা কেউ জানে না; তিনি পরিণত হয়েছিলেন বাঙালি যাজক ঘনশ্যাম মণ্ডল-এ। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, 'ব্রাউন'-এর সঙ্গে ঘনশ্যামের একটা রঙিন সাদৃশ্য আছে।

তবে এ কথা মানতেই হবে, অদ্রীশবাবুর কলমে ফাদার ব্রাউনের ফাদার ঘনশ্যাম হওয়া বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে একটি ক্ষীণ অংশমাত্র। কারণ, এর আগে যেমন বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এহেন পন্থায় নানারকম বিদেশি গল্প বা উপন্যাসকে বঙ্গীকরণের পন্থায় বঙ্গভাষী পাঠকদের কাছে সুলভ করে তুলেছেন, একইভাবে অদ্রীশবাবুর পরবর্তী সময়ে এখনও বহু ইংরেজি কাহিনিকে এভাবে বাংলায় প্রতিস্থাপন করা হয়ে চলেছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, শুধু গোয়েন্দা বা রহস্য নয়, অন্য স্বাদের গল্প বা উপন্যাসকেও এভাবে দেশীয় কাঠামোয় আবদ্ধ করা বিস্তর হয়েছে বাংলা সাহিত্য।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ব্রাম স্টোকারের 'ড্র্যাকুলা'র বঙ্গীকরণ করেছিলেন 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' নাম দিয়ে, বা কোনান ডয়েলের ক্লাসিক 'হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস'-কে পরিণত করেছিলেন 'নিশাচরী বিভীষিকা'য়। সেই সঙ্গে লুই ক্যারলের 'অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চার ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'কেও পরিণত করেছিলেন 'আজব দেশে অমলা'য়। তার আগে সুকুমার রায়ও কতকটা এই পথেই চলেছিলেন 'হ-য-ব-র-ল' লিখতে গিয়ে।

তবে সেগুলি নয়, বিদেশি সাহিত্যের বঙ্গীকরণে একটি মাইলস্টোন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে অ্যান্টনি হোপের উপন্যাস 'প্রিজনার অব জেন্ডা' অবলম্বনে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী'। বাংলা উপন্যাসটির অকুস্থল ঝিন্দ মধ্যপ্রদেশের এক কাল্পনিক পাহাড়-ঘেরা রাজ্য। বাস্তবে যে ঝিন্দ নামক করদ রাজ্যটি ছিল এবং এখনও আছে প্রাচীন শহর হয়ে, তার মতো হরিয়ানায় নয়। কিন্তু তার জন্য এই উপন্যাসের রস আস্বাদনে বিন্দুমাত্র বাধার উদ্রেক ঘটেনি। হোপের উপন্যাস রুরিটানিয়ার রাজা রুডল্‌ফ দ্য ফিফথকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল জেন্ডা দুর্গে। শরদিন্দুর কাহিনির রাজা শংকর সিংহর রাজ্যটার নামই ছিল ঝিন্দ। ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকা নাম দুটি ব্যবহার করে উপন্যাসের প্রাক্‌কথনে শরদিন্দু জানিয়ে দিয়েছিলেন, নামকরণের দ্বারাই বংশপরিচয় স্বীকার করা হয়েছে। ব্যাপারখানা এমন ধ্রুপদি পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, পরবর্তীকালে বঙ্গীকরণের এই পদ্ধতির নাম 'হিন্দের বন্দি' রেখেছিলেন

সূচিপত্র

সবুজ ক্রস	১৯
কবন্ধ রহস্য	৩৬
বারো জেলের ক্লাব	৫৫
উড়ন্ত নক্ষত্র	৭৩
অদৃশ্য মানুষ	৮৭
ধনপতি পাহাড়িয়ার বিচিত্র কাহিনি	১০৬
বেয়াড়া আকার	১২৪
প্রিন্স মেঘবাহনের পাপাচার	১৪৫
ভগবানের হাতুড়ি	১৬৫
সূর্যদেবের সোনালি চোখ	১৮৩
ব্ল্যাক মিউজিয়ামের হেঁয়ালি	১৯৫
হত্যার তিন হাতিয়ার	২০৮
যখন উধাও হলেন মি. চোং	২২১
যক্ষমল্ল	২৩৪
করিডরে কে?	২৬০
জটাশংকরের জতুগৃহ	২৮৫
স্যালাড	২৯৮
বীরভদ্রের বিচিত্র অপরাধ	৩১২
বেঁচে উঠলেন ফাদার ঘনশ্যাম	৩২৪
অষ্টনাগের অভিশাপ	৩৪০
দিব্যচক্ষু সেই কুকুরটি	৩৫৩
মানুষ চেনার মাশুল	৩৬৪
শান্তি ভবনের অশান্তি	৩৭৫
লাল সাহেবের দুটি দাড়ি	৩৮৭
উড়ুক্কু মাছের গান	৪০০

ফ্যান্টাসি থিয়েটারের রহস্য ৪১৪
রাজা ভবানন্দ সেন অদৃশ্য হলেন ৪২৭
বিশ্বের জঘন্যতম অপরাধ ৪৪৩
পদ্মরাগ প্রহেলিকা ৪৫৮
বিশালগড়ের বিষাদ-রহস্য ৪৬৯
শুধু একটি আলপিন ৪৮২
বিষের বোতল ৪৯৩
প্রেত পুথির রহস্য ৫০৪
সবুজ মানুষ ও ফাদার ঘনশ্যাম ৫১৯
সেফটি পিনের খোঁচা ৫৩৭
ধোঁয়া ৫৪৭

পরিশিষ্ট

ফাদার ব্রাউনের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ৫৫৮
ফাদার ঘনশ্যাম কাহিনি প্রকাশের বিজ্ঞাপন ৫৬০
ফাদার ঘনশ্যাম কাহিনি নিয়ে সাহিত্যিক অনীশ দেবের মন্তব্য ৫৬১
গোলকধাঁধায় ফাদার ঘনশ্যাম ৫৬২
অভিনব গোয়েন্দা ফাদার ঘনশ্যাম ৫৬৭
অদ্রীশ বর্ধন পরিকল্পিত ফাদার ঘনশ্যাম রোমাঞ্চ কাহিনির পাণ্ডুলিপি ৫৬৮
ফাদার ঘনশ্যাম অমনিবাস ৫৭০
ফাদার ঘনশ্যাম কমিক্স ৫৭১
১) সবুজ ক্রস ৫৭২
২) কবন্ধ রহস্য ৫৮৪

সবুজ ক্রশ

অদ্রীশ বর্ধন

মূল গল্প : The Blue Cross

মূল গল্পের প্রকাশ : The Saturday Evening Post, 23 July 1910, first published as 'Valentin Follows a Curious Trail'

প্রথম সংকলিত বই : The Innocence of Father Brown, 1911

প্রথম বাংলায় প্রকাশ : অমৃত, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

সবুজ ক্রস

সকালের সূর্য তখনও অসহ্য হয়ে ওঠেনি—ক্যালকাটা মেল এসে দাঁড়াল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। বিদ্যুৎচালিত ট্রেন—কাজেই প্রায় নিঃশব্দ তার গতি। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের গায়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে-না দাঁড়াতেই একদঙ্গল মাছির মতোই পিলপিল করে বেরিয়ে এল শত শত নরনারী। অগুনতি কণ্ঠস্বরে নিমেষে মুখরিত হয়ে উঠল প্রতীক্ষারত গোটা প্ল্যাটফর্মটি।

যাত্রীদের মধ্যে যে মানুষটিকে অনুসরণ করব বলে আমরা প্রস্তুত হয়েছি, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো চেহারা তার নয়। উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই তার পাঞ্জাবি আচ্ছাদিত দীর্ঘ তনুতে, শান্ত-সমাহিত মুখভাবে, চোখের উদাস কোমল দৃষ্টিতে। গ্রিক নাসিকার নীচে রোমান নোতারোর স্টাইলে ছাঁটা সরু গোঁফ। অধরোষ্ঠের ফাঁকে অলস ভঙ্গিমায় ঝুলছে একটি কাঁচি সিগারেট। আর, অঙ্গ ঘিরে ভুরভুর করছে ফরাসি ল্যাভেন্ডারের হালকা অথচ মিষ্টি সুগন্ধ।

শিল্প সৃষ্টির সূক্ষ্মতা নিয়েই যেন দিবানিশি বিভোর হয়ে রয়েছে মানুষটি। তার স্বপ্নিল চাহনি আর কবি-কবি চেহারা দেখে ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারবে না যে সিল্কের পাঞ্জাবির নীচেই কোমরে গোঁজা রয়েছে একটি নিকষকালো অটোমেটিক এবং পকেটে রয়েছে কলকাতা পুলিশের বড়োকর্তার পরিচয়পত্র। মানুষটিকে যে চেনে না, কোনোমতেই তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয় যে শিল্পীসুলভ ওই চাহনির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কী অপরিসীম তীক্ষ্ণতা আর বিপুল ধীশক্তি।

সারা বাংলাদেশের দুর্জন-মহল যার নামোল্লেখে এখন প্রমাদ গোনে, যার অসামান্য কীর্তিকলাপ গল্পকথার মতোই এখন জনসাধারণের মুখে মুখে ফেরে—এ সেই স্বনামধন্য শখের গোয়েন্দা, ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় কারণে কলকাতা থেকে সে ছুটে এসেছে আরব সাগরের উপকূলবর্তী এই নগরীতে। আর, যদি সফল হয় তার এই অভিযান, তাহলে আর-একটি স্মরণীয় গ্রেফতারের সমস্ত কৃতিত্বটুকু প্রাপ্য হবে তারই।

রাঘব হাজরা বোম্বাই এসেছে। আগমনের কারণ রহস্যাবৃত। কলকাতা থেকে লখনউ থেকে নাগপুর। তারপরেই চর মারফত খবর এল, বোম্বাই রওনা হয়েছে রাঘব। হয়তো বোম্বাইতে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত ইউক্যারিসটিক কংগ্রেসের হট্টগোলে কিছু খেল দেখাবার মতলব নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে সে। হয়তো সে এই কংগ্রেসের সঙ্গেই কোনো না কোনো উপায়ে সংযুক্ত থাকবে—কেরানির ছদ্মবেশেও হতে পারে, আবার হোমরাচোমরা কারও বেশেও হতে পারে। কোনো কিছুই অসম্ভব নয় তার মতো চতুর চূড়ামণির পক্ষে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিজেও জানে না কোন্ রূপে দেখা পাওয়া যাবে তার। শুধু ইন্দ্রনাথ কেন,

মূল গল্প : The Secret Garden

মূল গল্পের প্রকাশ : The Saturday Evening Post, Sep 3, 1910

প্রথম সংকলিত বই : The Innocence of Father Brown, 1911

প্রথম বাংলায় প্রকাশ : অমৃত, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

কবন্ধ রহস্য

ভারতবিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডক্টর কুমুদবরন মল্লিকের ডিনার খাওয়ার সময় অনেক আগেই উতরে গিয়েছিল। গৃহস্বামী পৌঁছোনোর আগেই অধিকাংশ অভ্যাগতই পৌঁছে গেলেন বাগানবাড়িতে। সামনের ঘরে বসে সবাইকেই একই আশ্বাসবাণী শোনাতে লাগল সাতকড়ি দত্ত—এই এসে গেলেন বলে, আর দেরি নেই।

সাতকড়ি ডক্টর মল্লিকের অতি পুরাতন খাসভৃত্য। মাথার চুল শণের মতো ধবধবে সাদা। তেমনি সাদা পেল্লায় গোঁফজোড়া। কপালে একটা ইয়া লম্বা শুকনো ক্ষতচিহ্ন। অজস্র হাতিয়ার-ঝোলানো সামনের ঘরে ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে বসে এহেন সাতকড়িই বিনয়ভাষণে আপ্যায়িত করতে লাগল সবাইকে।

লক্ষপতি ডক্টর কুমুদবরন মল্লিকের এই বিলাসবহুল বাগানবাড়ির অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিটিই অদ্ভুত। যেমন ধরুন-না কেন, আধুনিক যুগের প্রমোদ উদ্যান হলেও বাড়িটি সেকেলে, খুবই সেকেলে। নবাবি আমলের চারপাশে বেজায় উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের ধারে ধারে মনোরম ঝাউবীথির সারিবন্দি শোভা। পাঁচিলের ওধারে গঙ্গা।

সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ বাড়ির স্থাপত্যকৌশল। ভিতরে ঢোকার এবং বাইরে বেরোনোর পথ একটিই—আর সে পথ সামনের ঘরটি, যে ঘরে সদাসর্বদা ঝুলন্ত অস্ত্রশস্ত্রের নীচে গোঁফ পাকিয়ে বসে থাকে সাতকড়ি দত্ত।

প্রকাণ্ড বাগান। বিভিন্ন পথে বাড়ি থেকে প্রবেশ করা যায় বাগানে—কিন্তু বাগান থেকে বাইরের দুনিয়ায় অন্তর্হিত হওয়ার পথ নেই একটিও। চারধারে বেজায় উঁচু পাঁচিল আর সেই পাঁচিলের ওপর বসানো আকাশমুখো সারি সারি ছুঁচোলো শিক দেখলেই হাত-পা হিম হয়ে যায় অতি বড়ো দুঁদে চোরেরও।

এমন সুরক্ষিত বাগানেই ঘটল সেই ভয়ানক আশ্চর্য কাণ্ড।

জোড়হাতে সাতকড়ি জানাচ্ছিল, ডাক্তারবাবু হাসপাতাল থেকে ফোন করেছেন। পোস্টমর্টেম, আর দু-একটা অত্যন্ত জরুরি কাজে আটকে পড়েছেন—মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে এসে যাবেন বলেই মনে হয়। অত বড়ো হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর মনিবের ওপর। অতএব অতিথিরা যেন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে কিছু মনে না করেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনতিকাল পরেই পৌঁছে গেলেন ডক্টর মল্লিক। ভুসোর মতো কুচকুচে কালো মূল্যবান স্যুটের বাটন-হোলে টকটকে লাল গোলাপটি ভারী সুন্দর মানিয়েছিল। কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ধূসর হয়ে উঠেছিল সাদার দৌরাত্ম্যে। যৌবনে পুরোদস্তুর স্পোর্টসম্যান ছিলেন ডক্টর মল্লিক। আজও তাঁর দীর্ঘ ঋজু চেহারায় তার আভাস পাওয়া যায়।

মূল গল্প : The Queer Feet

মূল গল্পের প্রকাশ : The Saturday Evening Post, Oct 1, 1910

প্রথম সংকলিত বই : The Innocence of Father Brown, 1911

প্রথম বাংলায় প্রকাশ : অমৃত, ৩ আষাঢ় ১৩৭২

বারো জেলের ক্লাব

নতুন নতুন ফ্যাশনের শহর এই কলকাতা। কিন্তু সম্প্রতি যে ফ্যাশনটি বেনো জলের মতোই দেখা দিয়েছে, তা যেমনই উদ্ভট, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

অদ্ভুত নামের ক্লাব পত্তনের বাতিকে পেয়ে বসেছে অনেককে। যেমন আইবুড়ো মন্দির, নরক গুলজার, আনাড়ি ক্লাব, ল্যাংড়া সমিতি ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব ক্লাবের বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্লাবের নামের সঙ্গে সভ্যদের কোনো মিল পাওয়া যায় না। যেমন আইবুড়ো মন্দিরে কোনো আইবুড়ো সভ্য থাকে না; নরক গুলজারে নরকের দৃশ্যের বদলে বসে সংস্কৃতির আসর; আনাড়ি ক্লাবে কুশলী শিল্পী ছাড়া কারও ঠাঁই নেই; ল্যাংড়া সমিতিতে পাকা স্পোর্টসম্যান না হলে পাত্তা পাওয়া যায় না।

'বারো জেলের ক্লাব'ও এই জাতীয় ক্লাব। মার্নি হোটেলে ক্লাবের বার্ষিক ডিনার সমাবেশের সময়ে দৈবাৎ হয়তো কোনো সভ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আপনার। এ ক্লাবের সভ্যেরা তো আর হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নন। কাজেই সময়ানুগ পরিচ্ছদে তাঁরা রীতিমতো অভ্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালো ডিনার কোটের বদলে সভ্যটির গায়ে সবুজ কোট দেখে আপনি নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবেন। হয়তো জিজ্ঞেস করেও ফেলতে পারেন কারণটা। উত্তরে ভদ্রলোক বলবেন, পাছে হোটেলের ওয়েটার বলে কেউ ভুল করে বসেন, তাই এই নিরাপত্তা। শুনে তাজ্জব বনে যাবেন আপনি। আমাদের মধ্যে যাঁরা রোমাঞ্চকাহিনির পাঠক, তাঁরা ঘোর রহস্যের গন্ধও পাবেন। কিন্তু রহস্যের পিছনে চমকপ্রদ গল্পটি কোনোদিনই শুনতে পাবেন না।

তারপর ধরুন, হঠাৎ হয়তো একদিন মুখচোরা খর্বকায় ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলেন আপনি। উৎসাহের চোটে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, ভদ্রলোকের জীবনে মনে রাখবার মতো আশ্চর্য সৌভাগ্যের কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না। মস্ত মাথা চুলকে পাদরি সাহেব উত্তরে হয়তো বলবে, "হ্যাঁ, ঘটেছে। সেবার মার্নি হোটেলে শুধু একটা আত্মাকেই মহাপাপের হাত থেকে বাঁচাইনি, চাঞ্চল্যকর একটা অপরাধ মাঝপথেই বন্ধ করেছি।" চোখ বড়ো বড়ো করে এর পরেও যদি জিজ্ঞেস করেন, "কীভাবে?" করিডরে পায়ের শব্দ শুনে, ছোট্ট করে জবাব দিয়ে মুখে কুলুপ আঁটবে পাদরি সাহেব। চেপে ধরলে হয়তো রোমাঞ্চকর কাহিনিটিও বলতে পারে, কিন্তু তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। কেন-না, যেহেতু সমাজের শীর্ষস্থানীয় সেই অভিজাত মহলে আপনার পৌঁছোনোর সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে, কাজেই 'বারো জেলের ক্লাব'-এর অস্তিত্বও খুঁজে পাবেন না সারাজীবনে। সমাজের একদম নীচের মহলে নোংরা বস্তি আর খুনে-গুন্ডা-বদমাশদের সংস্পর্শে আসার প্রবৃত্তিও আপনার কখনও হবে না, কাজেই ফাদার ঘনশ্যাম মণ্ডলের ছায়াটুকুও দেখার সৌভাগ্য ইহজীবনে আসবে না।

ফাদার ঘনশ্যাম কমিক্স

প্রকাশের তথ্য:

১) সবুজ ক্রস: কিশোর মন, ১৯৮৪, জুলাই ১ ও ১৬

২) কবন্ধ রসহ্য কিশোর মন, ১৯৮৪, আগস্ট ১ থেকে ১৯৮৫, মার্চ ১৬

চিত্রনাট্য: আকাশ সেন (অদ্রীশ বর্ধন, ছদ্মনামে)

ছবি: পোলারিশ (ধ্রুব রায়, ছদ্মনামে)

ফাদার ঘনশ্যাম ও ইন্দ্রনাথ রুদ্রের গোয়েন্দা কাহিনী

কবন্ধ রহস্য

চিত্রনাট্য ঃ আকাশ সেন
ছবি ঃ পোলারিস

১